চতুর্থ অধ্যায়

নিমিরাজকে দ্রুমিল শ্রীভগবানের অবতারসমূহের ব্যাখ্যা শোনান

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবতারত্বের বিভিন্ন রূপ এবং এই সকল অবতারের প্রত্যেকটির বিবিধ দিব্য বৈশিষ্ট্যাদি এই অধ্যায়টির বিষয়বস্তু।

পৃথিবীর বুকে সমস্ত ধূলিকণা গণনা করা যদিও সম্ভব হতে পারে, তবু সকল শক্তির উৎস অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ভগবান শ্রীহরির অগণিত দিব্য গুণাবলীর সমস্তগুলি গণনা করার যে কোনও প্রচেষ্টা নিতান্তই বাতুলতা মাত্র। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁর নিজের মায়াবলে প্রস্তুত পঞ্চ উপাদান থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পরমাত্মা রূপে প্রবেশ করেছেন এবং পুরুষাবতার রূপে অভিহিত হয়েছেন। তিনি ব্রহ্মার স্বরূপের মাধ্যমে রজোগুণের আধারে সৃষ্টির কার্য সম্পন্ন করেন, যজ্ঞের দেবতা শ্রীবিষ্ণুর রূপের মাধ্যমে সত্ত্বগুণের আবরণে পালনের ভূমিকা পালন করেন, এবং রুদ্ররূপের মাধ্যমে তমোগুণের আধারে সংহার তথা প্রলয়ের কর্তব্য সমাধা করেন। ধর্মরাজের পত্নী এবং দক্ষরাজের কন্যা রূপে শ্রীমূর্তির গর্ভের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ মুনিবর শ্রীনরনারায়ণ রূপে তিনি অবতার গ্রহণ করেন এবং তাঁর বাস্তব কর্মদক্ষতার মাধ্যমে নৈষ্কর্ম্য বিজ্ঞান প্রচার করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যখন ভগবান শ্রীনরনারায়ণের নৈষ্ঠিক ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্য করে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে শ্রীমদনদেব (কন্দর্প) এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গকে বদরিকাশ্রমে পাঠিয়েছিলেন, সেই মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীনরনারায়ণ তখন শ্রীকন্দর্পকে সম্মানিত অতিথিরূপে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। শান্ত পরিতুষ্ট হয়ে শ্রীকন্দর্প তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনরনারায়ণের উদ্দেশ্যে বন্দনা জানান। মুনিবরের আদেশে শ্রীকন্দর্প সেখান থেকে উর্বশীকে নিয়ে ফিরে আসেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে উপস্থিত হয়ে যা কিছু ঘটেছে, তা বিবৃত করেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সমগ্র জগতের কল্যাণে বিভিন্ন অংশপ্রকাশরূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং হংস, দত্তাত্রেয়, সনকাদি কুমারভ্রাতৃবর্গ, এবং ঋষভদেব রূপে পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করেছেন। হয়গ্রীব রূপে তিনি মধুদানব বধ করেন এবং সমগ্র বেদসম্ভার রক্ষা করেন। মৎস্যাবতার রূপে পৃথিবীসহ সত্যব্রত মনুকে রক্ষা করেন। বরাহ অবতার রূপে তিনি পৃথিবীকে উদ্ধার করেন এবং হিরণ্যাক্ষ

বধ করেন। কূর্ম অবতার রূপে তিনি নিজ পৃষ্ঠদেশে মন্দার পর্বত ধারণ করেন; এবং শ্রীহরিরূপে গজরাজকে মুক্তিপ্রদান করেন। গোষ্পদের মতো ক্ষুদ্র গর্তের জল মধ্যে আবদ্ধ বালখিল্য ঋষিবর্গকে শ্রীভগবান উদ্ধার করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যার অপরাধ থেকে ইন্দ্রকে রক্ষা করেন, এবং ভয়ানক অসুরদের প্রাসাদমালা থেকে বন্দীত্ব দশার মুক্তি দিয়ে দেবপত্নীদের উদ্ধার করেছিলেন। নৃসিংহ অবতার রূপে তিনি হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। প্রত্যেক মনুর রাজত্বকালে তিনি অসুরদের বধ করেন, দেবতাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেন এবং সমগ্র গ্রহমণ্ডলীকে রক্ষা করেন। খর্বকায় বামনাবতার রূপে তিনি বলি মহারাজকে প্রতারিত করেন; পরশুরামরূপে তিনি একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেছিলেন; এবং শ্রীরাম রূপে তিনি সমুদ্রকে তাঁর পদানত করে রাবণ বধ করেন। যদুবংশে অবতরণ করে তিনি পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন। বুদ্ধ রূপে তাঁর বেদবিরোধী প্রচার মাধ্যমে যজ্ঞানুষ্ঠানে অনভিজ্ঞ অযোগ্য অসুরদের বিভ্রান্ত করেছিলেন, এবং অবশেষে কলিযুগের অবসানে তিনি তাঁর কল্কি অবতার রূপে শূদ্র রাজাদের ধ্বংস করবেন। এইভাবেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির অগণিত আবির্ভাব ও ক্রিয়াকর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

যানি যানীহ কর্মাণি যৈর্যৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ ।
চক্রে করোতি কর্তা বা হরিস্তানি ব্রুবন্তু নঃ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **যানি যানি**—প্রত্যেকে; **ইহ**—এই জগতে; **কর্মাণি**—কাজকর্মের মাধ্যমে; **যৈঃ যৈঃ**—প্রত্যেকে; **স্বচ্ছন্দ**—স্বাধীনভাবে গ্রহণ করে; **জন্মভিঃ**—আবির্ভাবের; **চক্রে**—তিনি সমাধা করেন; **করোতি**—সাধিত হয়; **কর্তা**—সম্পন্ন করবেন; **বা**—কিংবা; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **তানি**—এই সকল; **ব্রুবন্তু**—কৃপা করে বলুন; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

নিমিরাজ বললেন—পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সাহায্যে এবং তাঁর নিজ অভিলাষ অনুসারে এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন। সুতরাং, ভগবান শ্রীহরি অতীতে যে সকল লীলা বিস্তার করেছিলেন, এখন যে সকল লীলা প্রদর্শন করছেন এবং ভবিষ্যতে এই জগতে যে সকল লীলা তাঁর বিবিধ অবতার রূপে উপস্থাপন করবেন, সেই সকল বিষয়ে আমাদের বলুন।

তাৎপর্য

এই চতুর্থ অধ্যায়ে জয়ন্তীপুত্র দ্রুমিল নিমিরাজের সঙ্গে কথা বলবেন। তৃতীয় অধ্যায়ের আটচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, *মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ*—"নিজের কাছে সর্বাকর্ষক শ্রীবিগ্রহরূপে শ্রীভগবানের আরাধনা করতে হয়।" তেমনই, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে—*স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিম্*—"প্রার্থনার মাধ্যমে শ্রীহরির বন্দনা করে প্রণতি জানাতে হয়।" এইভাবে সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে যে, পূর্বে বর্ণিত প্রার্থনার পদ্ধতি অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্যগুণাবলী এবং লীলা সম্পর্কে আরাধনাকারীকে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। সুতরাং নিমিরাজ পরমাগ্রহে পরমেশ্বর ভগবানের বিবিধ অবতারসমূহ সম্পর্কে আগ্রহ সহকারে অনুসন্ধিৎসু হয়েছেন, যাতে পরমেশ্বর ভগবানের বিশেষ যে-রূপটি তাঁর নিজের আরাধনার পক্ষে পরম উপযোগী হতে পারে, তা নির্ধারণ করতে পারেন। নিমিরাজ পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা অনুশীলনে অগ্রণী হতে সচেষ্ট বৈষ্ণব ভক্ত, তা বোঝা যায়।

এই প্রসঙ্গে অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, *অভিমতমূর্তি* যে শব্দটির অর্থ "আপনার সর্বাপেক্ষা পছন্দমতো রূপ", তার দ্বারা নিজের অভিরুচি মতো শ্রীভগবানের কোনও একটি রূপ কল্পনা করে নেওয়া বোঝায় না। *অদ্বৈতম্ অচ্যুতম্ অনাদিম্ অনন্তরূপম্।* পরমেশ্বর ভগবানের সকল রূপই *অনাদিম্*, অর্থাৎ আদিবিহীন চিরন্তন। অতএব, কোনও একটি রূপ কল্পনা করে নেওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না, কারণ ঐ ধরনের কল্পনা হবে আদি, অর্থাৎ কল্পিত রূপটির সূচনা। *অভিমতমূর্তি* বলতে বোঝায় যে, শ্রীভগবানের চিরন্তন শাশ্বত রূপগুলির মধ্যে থেকে যে-রূপটি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি যথেষ্ট প্রেমভক্তির উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, সেই রূপটিকেই নির্বাচন করে নিতে হয়। সেই ধরনের প্রেমভক্তির অনুকরণ করা চলে না, তবে পারমার্থিক সদ্‌গুরু প্রদত্ত নির্ধারিত বিধিনিয়মাদি অনুসরণের মাধ্যমে এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই সকল বর্ণনাদি প্রণিপাত সহকারে শ্রবণের মাধ্যমে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জাগরিত হতে থাকে।

শ্লোক ২

শ্রীদ্রুমিল উবাচ

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা-
ননুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ ॥ ২ ॥

শ্রীদ্রুমিলঃ উবাচ—শ্রীদ্রুমিল বললেন; **যঃ**—যিনি; **বৈ**—অবশ্য; **অনন্তস্য**—অনন্ত শ্রীভগবানের; **গুণান্**—দিব্য গুণাবলী; **অনন্তান্**—যা অনন্ত; **অনুক্রমিষ্যান্**—বর্ণনা করতে সচেষ্ট; **সঃ**—তিনি; **তু**—অবশ্যই; **বাল-বুদ্ধিঃ**—বালসুলভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ; **রজাংসি**—ধূলিকণা; **ভূমেঃ**—ভূমে; **গণয়েৎ**—গণনা করতে পারে; **কথঞ্চিৎ**—কোনও ক্রমে; **কালেন**—কখনও; **ন এব**—কিন্তু সম্ভব নয়; **অখিল-শক্তি-ধাম্নঃ**—সকল প্রকার শক্তিরাজির আধার স্বরূপ।

অনুবাদ

শ্রীদ্রুমিল বললেন—অনন্ত পরমেশ্বর শ্রীভগবানের অনন্ত গুণরাশির পূর্ণতালিকা অথবা বর্ণনা দিতে সচেষ্ট মানুষেরা শিশুসুলভ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে। যদি কখনও মহা গুণবান কোনও ভাবে বহুকালের প্রচেষ্টার পরে, পৃথিবীপৃষ্ঠের সকল ধূলিকণা গণনা করে ফেলতেও পারে, তবুও সেই মনীষী কখনই সর্বশক্তির উৎস আধার পরমেশ্বর ভগবানের চিত্তাকর্ষক গুণাবলী কখনই গণনা করে উঠতে পারবে না।

তাৎপর্য

নবযোগেন্দ্র শ্রীভগবানের সকল গুণাবলী এবং লীলা প্রসঙ্গ বর্ণনা করুন—নিমিরাজের এই অনুরোধের উত্তরে এখানে শ্রীদ্রুমিল ব্যাখ্যা করেছেন যে, শুধুমাত্র অতীব বুদ্ধিহীন মানুষই ঐভাবে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের অনন্ত গুণাবলী এবং লীলাবৈচিত্র্যের আনুপূর্বিক বর্ণনা প্রদানের চেষ্টা করে থাকে। ঐ ধরনের নির্বোধ শিশুসুলভ মানুষেরা অবশ্য মূর্খ জড়জাগতিক যে সব বিজ্ঞানীরা সত্যিই পরমেশ্বর ভগবানের কোনও প্রকার উল্লেখ ব্যতিরেকেই তাদের সমস্ত জ্ঞানচর্চা করতে চেষ্টা করে থাকে, তাদের চেয়ে অনেকাংশেই যথেষ্ট উন্নতভাবসম্পন্ন। ভাষান্তরে বলা যায় যে, শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ বর্ণনা প্রদান অসম্ভব হলেও, নাস্তিক বিজ্ঞানীরা পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে অতি প্রাথমিক পর্যায়ের জ্ঞানের স্তরে উপনীত না হয়েই সকল প্রকার জ্ঞানের বর্ণনা করতে চেষ্টা করে। ঐ ধরনের নিরীশ্বরবাদী মানুষদের অবশ্যই ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন এবং একান্ত দুর্বল বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলে জানতে হবে, যদিও তাদের লোক-দেখানো জাগতিক সাফল্যের দৃষ্টান্তগুলি বিপুল দুঃখযন্ত্রণা এবং বিধ্বংসী পরিণামেই পর্যবসিত হয়ে থাকে। কথিত আছে যে, স্বয়ং ভগবান শ্রীঅনন্তদেবও তাঁর অনন্ত জিহ্বাদির সাহায্যে, পরমেশ্বর ভগবানের যশোগাথা সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ শুরু করতেই পারেন না। এই শ্লোকটিতে প্রদত্ত দৃষ্টান্তটি অতি মনোরম। কোনও মানুষই পৃথিবীবক্ষের ধূলিকণা গণনা করবার সামর্থ্য লাভের আশা করে না; অতএব তার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সাহায্যে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা উপলব্ধির প্রয়াসে কোনও মানুষেরই নির্বোধ উদ্যোগ প্রদর্শন অনুচিত। শ্রীভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* যেভাবে ভগবৎ বিষয়ক জ্ঞান বর্ণনা

করেছেন, প্রণিপাত সহকারে তা শ্রবণ করাই মানুষের উচিত এবং তা হলেই মানুষ ক্রমান্বয়ে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণের স্তরে উন্নীত হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরামর্শানুসারে, এক বিন্দু সমুদ্রজল আস্বাদনের মাধ্যমেই মানুষ সমগ্র সমুদ্রের আস্বাদন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সৃষ্টি করে নিতেই পারে। সেইভাবেই, পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে প্রণিপাত সহকারে শ্রবণের মাধ্যমেই, মানুষ পরমতত্ত্বের গুণগত উপলব্ধি অর্জন করতে পারে, যদিও পরিমাণগতভাবে মানুষের পক্ষে সেই জ্ঞান কখনই পূর্ণ হতে পারে না।

শ্লোক ৩

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ
পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্ ।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানম্
অবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥ ৩ ॥

ভূতৈঃ—জড়জাগতিক উপাদানগুলির দ্বারা; **যদা**—যখন; **পঞ্চভিঃ**—পঞ্চ (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম); **আত্ম-সৃষ্টৈঃ**—স্বয়ং তাঁর সৃষ্টি; **পুরম্**—শরীর; **বিরাজম্**—সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মাণ্ডের; **বিরচয্য**—বিরচিত হয়ে; **তস্মিন্**—তার মধ্যে; **স-অংশেন**—তাঁর আপনার স্বাংশপ্রকাশের অভিব্যক্তিতে; **বিষ্টঃ**—অনুপ্রবিষ্ট হয়ে; **পুরুষ-অভিধানম্**—পুরুষ নামে; **অবাপ**—পরিচিত হয়ে; **নারায়ণঃ**—ভগবান শ্রীনারায়ণ; **আদি-দেবঃ**—আদিদেব পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান।

অনুবাদ

যখন আদিদেব শ্রীনারায়ণ তাঁর থেকেই সৃষ্ট পঞ্চভূতাদি দ্বারা উদ্ভূত তাঁর ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর সৃষ্টি করলেন এবং তারপরে তাঁরই আপন অংশপ্রকাশের সাহায্যে সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন, তখন সেইভাবেই তিনি পুরুষ রূপে অভিহিত হলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ভূতৈঃ পঞ্চভিঃ* শব্দসমষ্টি দ্বারা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম—এই যে পঞ্চ স্থূল উপাদানগুলির দ্বারা জড়া পৃথিবীর মূল আকৃতি গড়ে উঠে, সেইগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। যখন বদ্ধজীব এই পঞ্চভৌত উপাদানগুলির মধ্যে প্রবেশ করে, তখন মন ও বুদ্ধির ক্রিয়াকর্ম সহকারে চেতনার সঞ্চার হয়। দুর্ভাগ্যবশত, জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর অধীনে অভিব্যক্ত চেতনা যে অহঙ্কার অর্থাৎ বৃথা অহম্‌বোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে, তার ফলে জীব ভ্রান্তিবশত নিজেকে

জড়া উপাদানগুলির ভোক্তা মনে করতে থাকে। যদিও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীপুরুষোত্তম চিদাকাশে তাঁর শুদ্ধদিব্য অধিষ্ঠান উপভোগ করে থাকেন, তবুও যজ্ঞক্রিয়াদি তথা উৎসর্গ-ক্রিয়াদির মাধ্যমে জড়া উপাদানগুলিও সবই তাঁরই উপভোগের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। এই জড়া পৃথিবীকে শ্রীভগবানের মায়াশক্তি তথা শ্রীমায়াদেবীর জন্য নির্ধারিত দেবীধাম বলা হয়ে থাকে। *ব্রহ্মসংহিতায়* ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নিকৃষ্ট শক্তি মায়ার প্রতি একেবারেই আকৃষ্ট হন না, কিন্তু যখন শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের ক্ষেত্রে জড়া সৃষ্টির উপযোগ সাধিত হয়, তখন শ্রীভগবান জীবের ভক্তিভাব ও যজ্ঞাহুতির মাধ্যমে আকৃষ্ট হন, এবং তাই, পরোক্ষভাবে, তিনিও জড়া পৃথিবীর ভোক্তা।

আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, পরমাত্মা এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তারূপে ভগবান শ্রীনারায়ণের লীলা প্রসঙ্গাদি চিন্ময় জগতে শ্রীনারায়ণের নিত্যলীলাসম্ভারের চেয়ে অধস্তন চিন্ময় পর্যায়ে প্রকটিত হয়। শ্রীনারায়ণ তাঁর জড়জাগতিক সৃষ্টির মাঝে তাঁর সচ্চিদানন্দ সত্ত্বা যদি কোনও প্রকারে হ্রাস করতেন, তবে মায়াশক্তির সংস্পর্শের প্রভাবে তাঁকে বদ্ধ জীব রূপে পরিগণিত করা হত। কিন্তু শ্রীনারায়ণ যেহেতু মায়ার প্রভাব থেকে নিত্যমুক্ত, তাই এই ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা রূপে তাঁর ক্রিয়াকলাপ সবই চিদ্‌জগতে তাঁর ক্রিয়াকলাপের মতোই যথাযথভাবে দিব্যস্তরে বিরাজ করে থাকে। পরমেশ্বর ভগবানের সকল কার্যকলাপই তাঁর অনন্ত দিব্যলীলা সম্ভারের অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ।

শ্লোক ৪

যৎকায় এষ ভুবনত্রয়সন্নিবেশো
যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনুভৃতামুভয়েন্দ্রিয়াণি ।
জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতো বলমোজ ঈহা
সত্ত্বাদিভিঃ স্থিতিলয়োদ্ভব আদিকর্তা ॥ ৪ ॥

যৎ-কায়ে—যাঁর শরীরের মধ্যে; **এষঃ**—এই; **ভুবন-ত্রয়**—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মধ্যে ত্রিভুবন ব্যবস্থা; **সন্নিবেশঃ**—বিস্তারিত আয়োজন; **যস্য**—যাঁর; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে; **তনু-ভৃতাম্**—শরীরধারী জীবকুল; **উভয়-ইন্দ্রিয়াণি**—উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়াদি (জ্ঞান এবং কর্ম); **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **স্বতঃ**—তাঁর কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে; **শ্বসনতঃ**—তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস থেকে; **বলম্**—শরীরের বল; **ওজঃ**—ইন্দ্রিয়াদির শক্তি; **ঈহা**—ক্রিয়াকর্ম; **সত্ত্ব-আদিভিঃ**—প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাবলীর দ্বারা; **স্থিতি**—পালন; **লয়**—প্রলয়; **উদ্ভবে**—এবং সৃষ্টি; **আদিকর্তা**—আদি সৃষ্টিকর্তা।

অনুবাদ

তাঁর শরীরের মধ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ত্রিভুবন মণ্ডলের সুবিন্যস্ত আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর দিব্য ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে সকল দেহধারী জীবের জ্ঞান ও কর্ম সম্পর্কিত ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়ে উঠে। তাঁর শুদ্ধ চেতনা থেকে বদ্ধ জীবের জ্ঞান, এবং তাঁর শক্তিমান শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া থেকে দেহধারী জীবাত্মার শারীরিক ক্ষমতা, ইন্দ্রিয়ানুভূতির ক্ষমতা এবং দেহবদ্ধ সীমায়িত ক্রিয়াকলাপ সৃষ্টি হতে থাকে। জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণাদির আধারের মাধ্যমে তিনিই একমাত্র গতিনির্ধারক সত্তা। আর সেইভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

যখন কোনও বদ্ধ জীবাত্মা তার শ্রমসাধ্য কাজকর্মের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে, কিংবা যখন সে রোগব্যাধি, মৃত্যু কিংবা ভয়ভীতির প্রকোপে নিঃশেষিত হয়ে যায়, তখন বাস্তব জ্ঞান অথবা কাজকর্ম সাধনের অভিব্যক্তি সম্পর্কিত সকল ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অতএব আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে আমরা কাজকর্ম কিংবা জ্ঞানচর্চা কিছুই করতে পারি না। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপাতেই বদ্ধ জীবাত্মা একটি জড়জাগতিক দেহ লাভ করে, যে দেহটি, শ্রীভগবানের অনন্ত চিন্ময় শরীরেরই বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। তাই জীব তার সমাজ, বন্ধুত্ব এবং প্রেম-ভালবাসার জন্য নির্বোধের মতো জড়জাগতিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ সমস্ত কাজকর্মই অকস্মাৎ জড় দেহটি অযাচিতভাবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ফলে বন্ধ হয়ে যায়। তেমনই, আমাদের জড়জাগতিক জ্ঞানসম্পদও সর্বদা এক লহমার মধ্যেই অর্থহীন হয়ে যেতে পারে, যেহেতু জড়া প্রকৃতিই নিত্য পরিবর্তন হয়ে চলেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের পেছনে পরম সঞ্চালক হলেন পরমেশ্বর ভগবান। আর বদ্ধ জীবের সেই পরমেশ্বর শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা উচিত যিনি মায়ার এত সুযোগ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর কাছেই বদ্ধ জীবাত্মার আত্মসমর্পণ ইচ্ছা করেন এবং তার মাধ্যমে যেন জীবাত্মা শ্রীভগবানের কাছেই সচ্চিদানন্দময় সত্তা পুনরুদ্ধার করতে পারে। বদ্ধ জীবাত্মার যুক্তিসহকারে বোঝা উচিত, "যদি অজ্ঞতার মধ্যে বিলীন হওয়ার জন্যে শ্রীভগবান আমাকে এত সুযোগ দিচ্ছেন, তা হলে অবশ্যই আমি নির্বোধের মতো কল্পনা বর্জন করে বিনম্র হয়ে তাঁর নির্দেশ মেনে চলি, তা হলে অবশ্যই এই অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে আসার আরও বেশি সুযোগ তিনি আমাকে দেবেন।

এই শ্লোকটিতে শ্রীভগবানের দ্বিতীয় পুরুষাবতার রূপে গর্ভোদকশায়ী শ্রীবিষ্ণুর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পুরুষসূক্ত স্তোত্রাবলীর মাধ্যমে মহিমান্বিত গর্ভোদকশায়ী শ্রীবিষ্ণু প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে প্রবেশের জন্য পরমাত্মা রূপে নিজেকে বিস্তারিত করে থাকেন। শ্রীভগবানের পবিত্র নামাবলী—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে/হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে—জপ অনুশীলনের মাধ্যমে, এমন অধঃপতিত যুগেও মানুষ তার হৃদয়ে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করতে পারে। আমাদের মতোই শ্রীভগবানও একজন পুরুষ, তবে তিনি অনন্ত। তা সত্ত্বেও, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব এবং অনন্ত পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে একান্ত আপন প্রেমময় সম্পর্ক রয়েছে। এই প্রকার একান্ত সম্বন্ধের বিবেচনায়, পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাস রূপে আমাদের স্বরূপ মর্যাদার পরম উপলব্ধি অর্জনের একমাত্র যথাযথ প্রক্রিয়া ভক্তিযোগ।

শ্লোক ৫

আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে
বিষ্ণুঃ স্থিতৌ ক্রতুপতির্দ্বিজধর্মসেতুঃ ।
রুদ্রোঽপ্যয়ায় তমসা পুরুষঃ স আদ্য
ইত্যুদ্ভবস্থিতিলয়াঃ সততং প্রজাসু ॥ ৫ ॥

আদৌ—আদিতে; অভূৎ—তিনি হয়েছিলেন; সত-ধৃতীঃ—ব্রহ্মা; রজসা—জড়জাগতিক রজোগুণের আশ্রিত হয়ে; অস্য—এই ব্রহ্মাণ্ডের; সর্গে—সৃষ্টির মধ্যে; বিষ্ণুঃ—শ্রীবিষ্ণু; স্থিতৌ—পালন কার্যে; ক্রতুপতিঃ—যজ্ঞের দেবতা; দ্বিজ—দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণকারী ব্রাহ্মণগণ; ধর্ম—ধর্ম সংক্রান্ত কর্তব্যকর্ম; সেতুঃ—ত্রাতা; রুদ্রঃ—শিব; অপ্যয়ায়—প্রলয়ের জন্য; তমসা—তমোগুণের সাহায্যে; পুরুষঃ—পরমপুরুষ; সঃ—তিনি; আদ্যঃ—আদি; ইতি—এইভাবে; উদ্ভব-স্থিতি-লয়াঃ—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়; সততম্—সর্বদা; প্রজাসু—সৃষ্টির জীবগণের মধ্যে।

অনুবাদ

প্রথমে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জড়া প্রকৃতির রজোগুণের মাধ্যমে ব্রহ্মারূপে আদি পরম পুরুষোত্তম ভগবান প্রকাশিত হন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পালনের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান তাঁর যজ্ঞদেবতারূপে শ্রীবিষ্ণু হয়ে দ্বিজ ব্রাহ্মণবর্গের ত্রাতা এবং তাঁদের ধর্মকর্মের পোষকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আর যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ প্রয়োজন, তখন সেই একই পরমেশ্বর ভগবান তমোগুণের প্রয়োগের মাধ্যমে রুদ্ররূপে অভিব্যক্ত হন। সৃষ্টি মধ্যে সকল জীবগণই সর্বদা এইভাবে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের শক্তিরাজির অধীনস্থ থাকে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবানকে জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্তা আদিপুরুষ, তথা *আদিকর্তা* রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে, *আদিকর্তা* অর্থাৎ "প্রথম কর্মকর্তা" বলতে পরবর্তী সৃষ্টিকর্তাগণ, পালকগণ এবং প্রলয়কারীগণ সকলকেই বোঝায়। নতুবা 'আদি' অর্থাৎ "সর্বপ্রথম" শব্দটির কোনও অর্থ হত না, অতএব এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করছে যে, পরমতত্ত্ব আপন *গুণাবতার* অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাবলীর আধারের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়লীলা সাধন করেই চলেছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই শ্লোকে রজোগুণের মাধ্যমে সৃষ্টি এবং তমোগুণের মাধ্যমে প্রলয়ের বিষয় উল্লেখ করা হলেও সত্ত্বগুণের মাধ্যমে বিষ্ণুকর্তৃক পালনের কথা তাতে উল্লেখ করা হয়নি। তার কারণ শ্রীবিষ্ণু *বিশুদ্ধসত্ত্ব*, অর্থাৎ তিনি অনন্ত দিব্য সত্ত্বগুণের স্তরে বিরাজমান থাকেন। যদিও শিব এবং ব্রহ্মা প্রকৃতির গুণাবলীর অধ্যক্ষ রূপে তাঁদের জন্য নির্ধারিত কর্তব্যকর্মের মাধ্যমে কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকেন, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু যেহেতু *বিশুদ্ধসত্ত্ব* তাই তিনি জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণেরও কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকেন। বেদশাস্ত্রে বলা হয়েছে—*ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে*—পরমেশ্বর ভগবানের কোনও প্রকার করণীয় কাজ থাকে না। সেক্ষেত্রে শিব এবং ব্রহ্মা শ্রীভগবানের দাস রূপে গণ্য হলেও, শ্রীবিষ্ণু সম্পূর্ণ দিব্য মর্যাদাসম্পন্ন।

শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমত অনুযায়ী, এই শ্লোকের মধ্যে *ক্রতুপতিঃ* তথা যজ্ঞের অধিপতিরূপে বর্ণিত শ্রীবিষ্ণু পূর্ববর্তী যুগে প্রজাপতি রুচির পুত্র সুযজ্ঞ অবতার রূপে আবির্ভূত হন বলে জানা যায়। ব্রহ্মা এবং শিব নিষ্ঠা সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়ে থাকলেও, শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাই এই শ্লোকে উল্লিখিত (*দ্বিজধর্ম সেতুঃ*) ভাবানুসারে ব্রাহ্মণগণ এবং ধর্মনীতিসমূহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তাঁর ক্রিয়াকলাপ বস্তুত কর্তব্যকর্ম নয়, সেগুলি তাঁর *লীলা*। সুতরাং *গুণাবতার* হওয়া ছাড়াও, শ্রীবিষ্ণু যে *লীলাবতার*, তা শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমত। *মহাভারতের* শান্তি পর্বে বর্ণনা রয়েছে যে, শ্রীবিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে শ্রীব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছিল এবং পরে শ্রীব্রহ্মার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি থেকে শিবের জন্ম হয়। তবে শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং প্রকাশিত পরমেশ্বর শ্রীভগবান যিনি তাঁর আপন অন্তরঙ্গা শক্তিবলে জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন, যে বিষয়ে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/৮/১৫) বলা হয়েছে—

তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ
প্রাবীবিশৎ সর্বগুণাবভাসম্ ।

উপসংহারে বলা যায়, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু পরম নিয়ন্তা, যাঁর স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়, যিনি অনাদি অথচ সর্বসৃষ্টির আদি, যিনি শ্রীগোবিন্দ নামে সুবিদিত, এবং *ব্রহ্মসংহিতার* বর্ণনা অনুসারে, তিনি সর্বকারণের কারণ স্বরূপ। তা সত্ত্বেও, সেই একই নিত্যশাশ্বত শ্রীভগবান আপনাকে ব্রহ্মা ও শিব রূপে প্রকাশ করেন, কারণ আদি নিয়ন্তা রূপে ব্রহ্মা ও শিব প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর শ্রীভগবানেরই শক্তিমত্তা ও পরম শ্রেষ্ঠত্ব অভিব্যক্ত করেন, যদিও তাঁরা নিজেরা পরমেশ্বর নন।

শ্লোক ৬

ধর্মস্য দক্ষদুহিতর্যজনিষ্ট মূর্ত্যাং
নারায়ণো নর ঋষিপ্রবরঃ প্রশান্তঃ ।
নৈষ্কর্ম্যলক্ষণমুবাচ চচার কর্ম
যোঽদ্যাপি চাস্ত ঋষিবর্যনিষেবিতাঙ্ঘ্রি ॥ ৬ ॥

ধর্মস্য—ধর্মরাজের (পত্নী); **দক্ষ-দুহিতরি**—দক্ষ কন্যার দ্বারা; **অজনিষ্ট**—জন্মেছিলেন; **মূর্ত্যাম্**—মূর্তির দ্বারা; **নারায়ণঃ নরঃ**—নরনারায়ণ; **ঋষি-প্রবরঃ**—ঋষিশ্রেষ্ঠ; **প্রশান্তঃ**—প্রশান্ত; **নৈষ্কর্ম্য-লক্ষণম্**—সকল জাগতিক কর্মে বিরত হয়ে; **উবাচ**—তিনি বললেন; **চচার**—এবং সম্পন্ন করলেন; **কর্ম**—কর্তব্যকর্মাদি; **যঃ**—যিনি; **অদ্য অপি**—আজ অবধি; **চ**—এবং; **আস্তে**—জীবিত; **ঋষিবর্য**—মহর্ষিগণের দ্বারা; **নিষেবিত**—সেবিত হয়ে; **অঙ্ঘ্রিঃ**—তাঁর শ্রীচরণ।

অনুবাদ

ধর্মরাজ ও তাঁর স্ত্রী দক্ষকন্যা মূর্তির পুত্র রূপে অতি প্রশান্ত ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীনরনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঋষি নরনারায়ণ সকল জাগতিক কর্মে বিরত হয়ে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের শিক্ষা প্রদান করেন এবং তিনি স্বয়ং এই জ্ঞানের যথার্থ অনুশীলন সম্পন্ন করেন। তিনি আজও জীবিত রয়েছেন এবং মহর্ষিগণ তাঁর শ্রীচরণকমলের সেবা করে থাকেন।

তাৎপর্য

কথিত আছে যে, নরনারায়ণ ঋষি তাঁর দিব্যজ্ঞানগর্ভবাণী শ্রীনারদ মুনির মতো মহর্ষিদেরও শুনিয়েছিলেন। এই সকল শিক্ষার ফলে শ্রীনারদমুনি নৈষ্কর্ম্য তথা জড়জাগতিক কাজকর্ম বলতে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৩/৮) *তন্ত্রং শাশ্বতম্ আচষ্ট নৈষ্কর্ম্যং*

কর্মণাং যতঃ শ্লোকাদি মাধ্যমে যেভাবে বলা হয়েছে, সেইভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জীবের আত্মস্বরূপ তথা নিত্য শাশ্বতরূপই পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলন। তবে আমাদের নিত্য শাশ্বতরূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা, ঠিক আমাদের জীবনের সম্পর্কে আমাদের স্বাভাবিক ধারণার মতোই স্বপ্নে আবৃত থাকে। স্বয়ং শ্রীনারদ মুনি যেভাবে বলেছেন, সেই অনুসারে, *নৈষ্কর্ম্যং* তথা জড়জাগতিক কাজকর্মে বিরত থাকা একমাত্র শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়ে থাকে—*নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানম্ অলং নিরঞ্জনম্* (*ভাগবত* ১/৫/১২)। শ্রীনারদ মুনি কথিত এই শ্লোকটির তাৎপর্য প্রদান প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর বক্তব্যের সারাংশে জানিয়েছেন কিভাবে সাধারণ কাজকর্মগুলি নৈষ্কর্ম্য তথা দিব্য কাজকর্মে রূপান্তরিত করা যায়। "অধিকাংশ মানুষই সাধারণ যে সমস্ত ফলাশ্রয়ী কাজকর্মে নিয়োজিত থাকে, সেগুলি সর্বদাই প্রথমে কিংবা শেষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে। এগুলিকে যথার্থ ফলবতী করতে হলে একমাত্র উপায় হল, সেগুলিকে ভগবৎ-ভক্তির অধীন করা চাই। *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ঐ ধরনের ফলাশ্রয়ী সকাম কর্মগুলির সকল ফলাফল ভগবৎ-সেবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা যেতে পারে, নতুবা তা থেকে জাগতিক বন্ধন সৃষ্টির সম্ভাবনা জাগে। সকল প্রকার ফলাশ্রয়ী সকাম কর্মেরই যথার্থ ভোক্তা পরমেশ্বর শ্রীভগবান, এবং তাই এই সব কাজকর্ম যখন জীবগণের ইন্দ্রিয় উপভোগের স্বার্থে নিয়োজিত হয়, তখন মহা বিপত্তির সৃষ্টি হতে থাকে।" *মৎস্যপুরাণ* (৩/১০) অনুসারে, ঋষি নরনারায়ণের পিতা ধর্মরাজ পূর্বে ব্রহ্মার দক্ষিণ বক্ষ থেকে জন্মলাভ করেন এবং পরে প্রজাপতি দক্ষের কন্যাদের মধ্যে তেরজনকে বিবাহ করেছিলেন। ঋষি নরনারায়ণ স্বয়ং মূর্তিদেবীর গর্ভের মাধ্যমে আবির্ভূত হন।

শ্লোক ৭

ইন্দ্রো বিশঙ্কয় মম ধাম জিঘৃক্ষতীতি
কামং ন্যযুঙ্ক্তঃ সগণং স বদর্যুপাখ্যম্ ।
গত্বাপ্সরোগণবসন্তসুমন্দবাতৈঃ
স্ত্রীপ্রেক্ষণেষুভিরবিধ্যদতন্মহিজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রঃ—শ্রীইন্দ্রদেব; **বিশঙ্কয়**—আশঙ্কিত হয়ে; **মম**—আমার; **ধাম**—রাজ্য; **জিঘৃক্ষতী**—তিনি গ্রাস করতে চান; **ইতি**—এইভাবে চিন্তা করে; **কামম্**—মদন; **ন্যযুঙ্ক্তঃ**—তিনি নিয়োজিত হন; **স-গণম্**—তাঁর পারিষদসহ; **সঃ**—তিনি (মদন);

বদরী-উপাখ্যম্—বদরীকা নামে আশ্রমের দিকে; **গত্বা**—গমনে; **অপ্সরঃ-গণ**—স্বর্গীয় বারনারীগণকে নিয়ে; **বসন্ত**—বসন্তকালে; **সুমন্দবাতৈঃ**—এবং মৃদুমন্দ সমীরণে; **স্ত্রীপ্রেক্ষণ**—নারী কটাক্ষ সহকারে; **ইষুভিঃ**—তাঁর বাণগুলি সহ; **অভিধ্যৎ**—ভেদ করতে চাইলেন; **তৎ-মহি-জ্ঞঃ**—তাঁর মহিমা না জেনে।

অনুবাদ

শ্রীনরনারায়ণ ঋষি তাঁর কঠোর তপস্যার দ্বারা অতিশয় শক্তিমান হয়ে উঠে দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য অধিকার করে নেবেন, এই আশঙ্কায় দেবরাজ আতঙ্কিত হন। তাই ইন্দ্র ভগবানের অবতারের দিব্য মহিমা না জেনে মদন ও তাঁর পারিষদগণকে বদরীকাশ্রমে ঋষির বাসভবনে পাঠিয়ে দেন। যেহেতু বসন্তকালের মৃদুমন্দ সমীরণে অতি মনোরম পরিবেশ রচিত হয়েছিল, তাই তখন মদনদেব স্বয়ং সেই মহর্ষিকে সুন্দরী নারীদের অপ্রতিরোধ্য কটাক্ষ স্বরূপ তাঁর বাণগুলি দিয়ে আক্রমণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী নয়টি শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবানের পরম বৈরাগ্যের ঐশ্বর্য প্রদর্শিত হয়েছে। *অতত্ত্বহিজ্ঞঃ* শব্দটি অর্থাৎ "শ্রীভগবানের মহিমা উপলব্ধি না করে"—এর দ্বারা বোঝায় যে, দেবরাজ ইন্দ্র সেই মহর্ষিকে জড়জাগতিক সাধারণ মৈথুনাসক্ত জীবনধারার মানুষ মনে করে, তাঁকে নিজের সমপর্যায়ের বলে ধারণা করেছিলেন। তাই শ্রীনরনারায়ণ ঋষির পতনের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রের ছলনা কার্যকরী হতে পারেনি, তবে তাতে ইন্দ্রের নিজেরই অদূরদর্শিতা প্রত্যক্ষ করা যায়। যেহেতু ইন্দ্র তাঁর স্বর্গরাজ্যে আসক্ত হয়েছিলেন, তাই তিনি সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান স্বর্গরাজ্যের মতো তুচ্ছ কল্পনাশ্রিত রাজ্যটিকে অধিকারের জন্যই তপস্যা করছিলেন।

শ্লোক ৮

বিজ্ঞায় শক্রকৃতমক্রমমাদিদেবঃ ।
প্রাহ প্রহস্য গতবিস্ময় এজমানান্ ।
মা ভৈর্বিভো মদন মারুত দেববধ্বো
গৃহ্ণীত নো বলিমশূন্যমিমং কুরুধ্বম্ ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞায়—যথাযথভাবে উপলব্ধির পরে; **শক্র**—ইন্দ্রের দ্বারা; **কৃতম্**—সম্পন্ন হলে; **অক্রমম্**—অপরাধ; **আদিদেবঃ**—আদি পরমেশ্বর ভগবান; **প্রাহ**—তিনি বললেন;

প্রহস্য—সহাস্যে; **গতবিস্ময়ঃ**—অহঙ্কারশূন্য ভাবে; **এজমানান্**—যারা কম্পমান; **মা ভৈঃ**—ভয় পেয়ো না; **বিভো**—হে শক্তিমান; **মদন**—মদনদেব; **মারুত**—হে পবনদেব; **দেববধ্বঃ**—হে দেবনারীগণ; **গৃহ্ণীত**—কৃপা করে গ্রহণ করুন; **নঃ**—আমাদের; **বলিম্**—এই সকল উপহারসম্ভার; **অশূন্যম্**—রিক্ত নয়; **ইমম্**—এই (আশ্রম); **কুরুধ্বম্**—কৃপা করে করুন।

অনুবাদ

আদি পরমেশ্বর ভগবান তখন ইন্দ্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত অপরাধ উপলব্ধি করলেও বিস্মিত হলেন না। বরং তিনি সহাস্যে মদনদেব ও তাঁর কম্পমান ভয়ভীত অনুচরদের বলেছিলেন, "হে শক্তিমান মদনদেব, হে পবনদেব এবং দেবপত্নীগণ, ভীত হবেন না। বরং আমাদের এই সকল উপহারসামগ্রী কৃপা করে গ্রহণ করুন এবং আপনাদের আবির্ভাবে আমার আশ্রম পবিত্র করুন।"

তাৎপর্য

গতবিস্ময়ঃ অর্থাৎ 'অহঙ্কারশূন্য ভাবে' শব্দটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কঠোর তপস্যার ফলে কেউ অহঙ্কারী হয়ে উঠলে, সেই তপস্যাকে জড়জাগতিক প্রতিপন্ন করা হয়ে থাকে। মনে করা অনুচিত, "আমি মহান্ তপস্বী।" শ্রীনরনারায়ণ অচিরেই ইন্দ্রের নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করেছিলেন, এবং তাই তিনি সমগ্র ঘটনায় পুলকবোধ করেন। মদনদেব এবং দেবনারীগণ তাঁদের মহা অপরাধ হয়েছে বুঝতে পেরে, প্রবল অভিশাপের ভয়ে তাঁরা শ্রীনরনারায়ণের সামনে কম্পমান হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবান অতি মনোরমভাবে ঋষিসুলভ আচরণ প্রদর্শন করে, তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, *মাভৈঃ*—"এই বিষয়ে ভয় পাবেন না"—এবং বাস্তবিকই তাঁদের জন্য উপাদেয় প্রসাদ এবং পূজার সামগ্রী নিবেদন করেন। তিনি বলেন, "দেবতা এবং সম্মানিত ব্যক্তি রূপে আপনাদের যদি অতিথিরূপে সেবার সুযোগ আমাকে না দেন, তা হলে আমার এই আশ্রমের কী প্রয়োজন? আপনাদের মতো সম্মানিত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ না পেলে আমার আশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

এইভাবেই, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনা সংঘ পৃথিবীর সমস্ত প্রধান শহরগুলিতে মনোরম কেন্দ্র স্থাপনা করছে। এই সকল কেন্দ্রের কোনও কোনও স্থানে, যেমন লস অ্যাঞ্জেলেস, মুম্বাই, লণ্ডন, প্যারিস এবং মেলবোর্নে এই সংঘ অতি বিশালাকার প্রচার কেন্দ্র তথা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু যে সব বৈষ্ণবেরা এই সমস্ত সুদৃশ্য ভবনগুলিতে থাকেন, তাঁরা মনে করেন যে, অতিথিরা কৃষ্ণকথা শুনতে এবং তাঁর পবিত্র নামকীর্তনের উদ্দেশ্যে এই সকল ভবনে যদি না আসেন, তা হলে

সেইগুলির উদ্দেশ্য ব্যর্থ। এইভাবেই, মনোরম আশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজের ইন্দ্রিয় উপভোগের ব্যবস্থা না করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অনুশীলন করা এবং অন্য সকলকেও কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদন গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

শ্লোক ৯

ইত্থং ব্রুবত্যভয়দে নরদেব দেবাঃ
সব্রীড়নম্রশিরসঃ সঘৃণং তমূচু ।
নৈতদ্বিভো ত্বয়ি পরেঽবিকৃতে বিচিত্রং
স্বারামধীরনিকরানতপাদপদ্মে ॥ ৯ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **ব্রুবতি**—যখন তিনি বললেন; **অভয়দে**—অভয়প্রদানকারী; **নর-দেব**—হে রাজা (নিমি); **দেবাঃ**—দেবগণ (মদন ও সহচরবৃন্দ); **স-ব্রীড়**—সলজ্জে; **নম্র**—বিনম্র হয়ে; **শিরসঃ**—তাঁদের মাথা; **স-ঘৃণম্**—কৃপা প্রার্থনা সহকারে; **তম্**—তাঁকে; **ঊচুঃ**—তাঁরা বললেন; **ন**—না; **এতৎ**—এই; **বিভো**—হে পরম বিভু; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **পরে**—পরম; **অবিকৃতে**—অবিকৃতভাবে; **বিচিত্রম্**—বিস্ময়কর যা কিছু; **স্ব-আরাম**—যাঁরা স্বতঃ সন্তুষ্ট আত্মতৃপ্ত; **ধীর**—এবং যাঁরা ধীরচিত্ত; **নিকর**—অগণিত; **আনত**—প্রণত; **পাদপদ্মে**—যাঁর পাদপদ্মে।

অনুবাদ

হে প্রিয় নিমিরাজ, যখন ঋষিপ্রবর শ্রীনরনারায়ণ এইভাবে বললেন, যাতে দেবতাদের ভয় দূর হয়ে যায়, তখন তাঁরা লজ্জায় মাথা নিচু করে শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা করে তাঁকে বললেন—"হে ভগবান, আপনি মায়ার অতীত দিব্য শাশ্বত সত্তা, তাই আপনি নিত্য অবিকৃত থাকেন। আমাদের অপরাধ সত্ত্বেও আপনি আমাদের যেভাবে অহৈতুকী করুণা প্রদর্শন করলেন, তা আপনার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়, যেহেতু অগণিত মহর্ষিগণ আত্মতৃপ্ত ধীরচিত্ত হয়ে আপনার পাদপদ্মে প্রণতি জানিয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

দেবতারা বললেন, "হে ভগবান, সাধারণ জীবগণ তথা দেবতাগণ এবং সাধারণ মানুষ যদিও জড়জাগতিক অহঙ্কার ও ক্রোধের বশবর্তী সর্বদাই হয়ে থাকে, কিন্তু আপনি অপ্রাকৃত দিব্য পুরুষ। তাই আপনার মহিমা অনিত্য দেবতারা উপলব্ধি করতে পারে না, তা বিস্ময়কর নয়।"

শ্লোক ১০

ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে ।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্ধ্নি ॥ ১০ ॥

ত্বাম্—আপনি; **সেবতাম্**—সেবকদের জন্য; **সুরকৃতাঃ**—দেবতাদের সৃষ্ট; **বহবঃ**—বহু; **অন্তরায়াঃ**—অন্তরায়; **স্ব-ওকঃ**—তাঁদের নিজ ধাম (দেবতাদের গ্রহমণ্ডলী); **বিলঙ্ঘ্য**—লঙ্ঘন করে; **পরমম্**—পরম; **ব্রজতাম্**—যারা যায়; **পদম্**—গ্রহে; **তে**—আপনার; **ন**—তেমন নেই; **অন্যস্য**—অন্যের জন্য; **বর্হিষি**—যজ্ঞাদিতে; **বলীন্**—নৈবেদ্য; **দদতঃ**—দাতার জন্য; **স্বভাগান্**—তাদের নিজ ভাগ (দেবতাদের); **ধত্তে**—(ভক্ত) নিবেদন করে; **পদম্**—তাঁর চরণে; **ত্বম্**—আপনি; **অবিতা**—ত্রাতা; **যদি**—কারণ; **বিঘ্ন**—বিঘ্ন; **মূর্ধ্নি**—মস্তকে।

অনুবাদ

দেবতাদের অনিত্য ধাম অতিক্রম করে আপনার পরমধামে উপস্থিত হওয়ার জন্য যাঁরা আপনার আরাধনা করেন, দেবতাগণ তাঁদের পথে নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকেন। যাঁরা যজ্ঞানুষ্ঠানাদির মাধ্যমে দেবতাদের জন্য নির্ধারিত অর্ঘ্য নিবেদন করে থাকেন, তাঁরা কোনও প্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হন না। কিন্তু যেহেতু আপনার ভক্তবৃন্দকে আপনি সাক্ষাৎ প্রতিরক্ষা করে থাকেন, তাই দেবতাগণ যে কোনও প্রকার বাধাবিঘ্নই ভক্তের সামনে সৃষ্টি করেন, তা সবই সে লঙ্ঘন করে যেতে পারে।

তাৎপর্য

কামদেব প্রমুখ দেবতাগণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনরনারায়ণের শ্রীচরণপদ্মে অপরাধ স্বীকার করার পরে, এখানে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের তুলনায় দেবতাদের নগণ্য মর্যাদা উল্লেখ করেছেন। রাজা কিংবা জমিদারের জন্য কৃষককে যেমন তার কৃষিকার্যের কিছু লভ্যাংশ দিতেই হয়, সব মানুষকেও তেমনি তাদের জড়জাগতিক সম্পদের কিছু অংশ অবশ্যই দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞাহুতি দিতে হয়। অবশ্য *ভগবদ্গীতায়* শ্রীভগবান বুঝিয়েছেন যে, দেবতাগণও তাঁর সেবক এবং একমাত্র তিনিই ঐসকল দেবতাদের মাধ্যমে যা কিছু বর প্রদান করে থাকেন। *ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্*—যদিও দেবতাদের আরাধনা করবার কোনও প্রয়োজনই ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ অনুভব করেন না, তা সত্ত্বেও দেবতারা তাঁদের জড়জাগতিক উচ্চ মর্যাদায় গর্বোস্ফীত হয়ে

থাকার ফলে, অনেক সময়ে একমাত্র শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবদের ঐকান্তিক ভক্তি নিবেদন উষ্মা বোধ করে থাকেন বলে অনুমিত হয় এবং তার ফলে এই শ্লোকে বর্ণিত উপায়ে বৈষ্ণবদের পতনের অপচেষ্টা করে থাকেন (*সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ*)। তবে এখানে দেবতাগণ স্বীকার করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ভক্তদের রক্ষা করে থাকেন। এইভাবেই, বাধাবিপত্তিরূপে প্রতীয়মান সকল ঘটনাই শুদ্ধভক্তের নিরন্তর ভগবদ্ভক্তি বিকাশের পক্ষে অনুকূল বিষয় হয়েই থাকে।

দেবতাগণ এখানে উল্লেখ করছেন, "হে প্রিয় ভগবান, আমরা মনে করেছিলাম যে, আমাদের নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত কৌশলের মাধ্যমে আপনার শুদ্ধ চেতনার বিঘ্ন ঘটাতে পারব। কিন্তু আপনার কৃপায় আপনার ভক্তেরা তো আমাদের বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করে না, তাই আপনি কেমন করে আমাদের নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত কাজে আমল দেবেন?" এখানে 'যদি' শব্দটির দ্বারা নিশ্চিতভাবে বোঝানো হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সদাসর্বদাই তাঁর প্রতি আত্মনিবেদিত ভক্তকে রক্ষা করে থাকেন। যদিও শুদ্ধ ভক্তের দ্বারা ভগবৎ মহিমা প্রচারের কাজে বহু বাধাবিঘ্ন ঘটে থাকতে পারে, তবুও সেই বাধাবিপত্তিগুলি ভক্তের প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর করেই তোলে। তাই, শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, দেবতারা অবিরাম যে সকল বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকেন, সেগুলিই ভগবদ্ধামে সুনিশ্চিতভাবে ভগবদ্ভক্তের পৌঁছানোর পথে এক প্রকার সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেই থাকে। একই ধরনের একটি শ্লোক *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩৩) রয়েছে—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো ॥

"হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীমাধব লক্ষ্মীপতি, আপনার প্রেমাসক্ত ভক্ত যদিও কখনও ভক্তিমার্গ থেকে বিচ্যুত হন, তবুও তাঁরা অভক্তদের মতো অধঃপতিত হন না, কারণ তখনও আপনি তাঁদের রক্ষা করে থাকেন। তাই তাঁরা নির্ভয়ে তাঁদের বিরুদ্ধবাদী মানুষদের মাথার উপর দিয়েই বিচরণ করতে করতে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের পথে উন্নতি করতেই থাকেন।"

শ্লোক ১১

ক্ষুত্ট্ত্রিকালগুণমারুতজৈহ্বশৈশ্না-
নস্মানপারজলধীনতিতীর্ষ কেচিৎ ।

ক্রোধস্য যান্তি বিফলস্য বশং পদে
গোর্মজ্জন্তি দুশ্চরতপশ্চ বৃথোৎসৃজন্তি ॥ ১১ ॥

ক্ষুৎ—ক্ষুধা; **তৃট্**—তৃষ্ণা; **ত্রিকালগুণ**—সময়ের তিনটি পর্যায়ের অভিপ্রকাশ (যথা, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি); **মারুত**—বায়ু; **জৈহ্ব**—জিহ্বার সুখাস্বাদন; **শৈশ্নান্**—এবং যৌনাঙ্গগুলির; **অস্মান্**—আমাদের নিজেদের (এইসকল প্রকারে); **অপার**—অনন্ত; **জলধীন্**—জলধিসমূহ; **অতিতীর্ষ**—অতিক্রম করে; **কেচিৎ**—কিছু মানুষ; **ক্রোধস্য**—ক্রোধবশত; **যান্তি**—তারা আসে; **বিফলস্য**—যা বিফল হয়; **বশম্**—বশীভূত হয়ে; **পদে**—পদাঙ্কের মধ্যে; **গোঃ**—গাভীর **মজ্জন্তি**—তারা নিমজ্জিত হয়; **দুশ্চর**—দুঃসাধ্য; **তপঃ**—তাদের সাধনা; **চ**—এবং **বৃথাঃ**—কোনও সদুদ্দেশ্য সাধিত হওয়া ছাড়াই; **উৎসৃজন্তি**—তারা পরিত্যাগ করে।

অনুবাদ

অনন্ত সমুদ্রের সীমাহীন তরঙ্গের মতো ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম এবং অন্যান্য পরিস্থিতি যা নানা সময়ে কামনা, বাসনা, জিহ্বা ও যৌনাঙ্গের আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, তা সবই অতিক্রম করার জন্য কিছু মানুষ কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধন করে থাকে। তা সত্ত্বেও, কঠোর সাধনার মাধ্যমে এইভাবে ইন্দ্রিয় উপভোগের সমুদ্র অতিক্রম করলেও, নির্বোধের মতো ঐ মানুষেরা অযথা ক্রোধের বশীভূত হয়ে সামান্য গোষ্পদের মতো দৈবদুর্বিপাকে নিমজ্জমান হয়। এইভাবে তাদের কঠোর সাধনার সুফল তারা বৃথা অপচয় করে থাকে।

তাৎপর্য

যারা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিসেবা অনুশীলনের ব্রত স্বীকার করে না, তাদের দুটি শ্রেণীতে বিবেচনা করা যেতে পারে। যারা ইন্দ্রিয় উপভোগে নিয়োজিত থাকে, তারা অনায়াসেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মৈথুনাকাঙ্ক্ষা, অতীতের অনুশোচনা আর ভবিষ্যতের অলীক আশা-আকাঙ্ক্ষার মতো অভ্যাসের ফলে দেবতাদের দ্বারা নানাপ্রকার অস্ত্রাদির মাধ্যমে অচিরেই বিজিত হয়ে পড়ে। ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয়-মাধ্যমাদি সৃষ্টি-সরবরাহের একান্ত উৎস-অধিকারীরূপে দেবতাগণ অনায়াসেই জড়জাগতিক পরিবেশের মধ্যে উন্মত্ত ঐপ্রকার জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খদের বশীভূত করে রাখে। তবে শ্রীধর স্বামীর অভিমতে, পরমেশ্বর শ্রীভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ না করে যে সমস্ত মানুষ দেবতাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে অব্যাহতি পেতে চায় এবং জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদি উপভোগে তাদের প্রচেষ্টা করতেই থাকে, তারা ইন্দ্রিয় উপভোগী মানুষদের চেয়েও নির্বোধ। শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা অনুশীলনের অভ্যাস বর্জন

করে শুধুমাত্র কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে যারা ইন্দ্রিয় সম্ভোগের সমুদ্র অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে, তারাও শেষপর্যন্ত ক্রোধের গোষ্পদে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। শুধুমাত্র জড়জাগতিক কৃচ্ছ্রতা সাধন যারা অনুশীলন করে, তারা তাদের অন্তর শুদ্ধ করতে পারে না। জাগতিক প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে যে মানুষ শুধুমাত্র তার ইন্দ্রিয়াদি দমন করে, তার অন্তরে তখনও জাগতিক বাসনা পূর্ণভাবে সুপ্ত হয়ে থাকে। এরই বাস্তব পরিণতি হয় রাগ বা ক্রোধ। আমরা কৃত্রিমভাবে কৃচ্ছ্রতা সাধনকারী মানুষদের দেখেছি, যারা ইন্দ্রিয় সম্ভোগ বর্জন করার মাধ্যমে অত্যন্ত বিরক্ত এবং ক্রোধপ্রবণ হয়ে ওঠে। পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় অমনোযোগী হয়ে ঐ ধরনের মানুষেরা পরম মুক্তি লাভ করতে পারে না, কিংবা জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগ করতেও পারে না; বরং, তারা অনায়াসেই ক্রোধপ্রবণ হয়ে ওঠে, এবং অন্য সকলকে নিন্দামন্দ করার মাধ্যমে কিংবা অনর্থক গর্ব অনুভবের মাধ্যমে তারা তাদের কষ্টকর কৃচ্ছ্রতা সাধনের পুণ্যফল সবই বৃথা ক্ষয় করতে থাকে। বোঝা উচিত যে, কোনও যোগী যখন অভিশাপ দিতে থাকে, তখন তার সঞ্চিত সমস্ত যোগশক্তি ক্ষয় হতে থাকে। এইভাবে, ক্রোধের ফলে কোনওভাবেই মুক্তি কিংবা জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগ কিছুই লাভ হয় না, বরং জড়জাগতিক কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং প্রায়শ্চিত্তের সবরকম সুফলই ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঐ ধরনের ক্রোধ নিতান্তই নিষ্ফল বলেই তাকে গোষ্পদের সামান্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ গর্তের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এইভাবেই ইন্দ্রিয় সম্ভোগের মতো সাগর পার হয়ে এসেও মহান যোগীরা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিসেবায় অন্যমনা থাকেন বলেই তাঁরা ক্রোধের গোষ্পদে নিমজ্জিত হন। যদিও দেবতারা স্বীকার করেন যে, ভগবদ্ভক্তেরা বাস্তবিকই জড়জাগতিক জীবনের সকল দুঃখকষ্ট জয় করে থাকেন, তবু এখানে বোঝা যায় যে, যোগী নামে পরিচিত ঐ ধরনের মানুষেরা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিসেবা অনুশীলনে উৎসাহী হন না বলেই একই ধরনের ফল তাঁরা লাভ করেন না।

শ্লোক ১২

ইতি প্রগৃণতাং তেষাং স্ত্রিয়োঽত্যদ্ভুতদর্শনাঃ ।
দর্শয়ামাস শুশ্রূষাং স্বর্চিতাঃ কুর্বতীর্বিভুঃ ॥ ১২ ॥

ইতি—এইভাবে; **প্রগৃণতাম্**—স্তুতিবাদে নিয়োজিত; **তেষাম্**—তাঁদের সামনেই; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ; **অতি-অদ্ভুত**—অতি আশ্চর্য; **দর্শনঃ**—দর্শনীয়; **দর্শয়াম্ আস**—তিনি প্রদর্শন করলেন; **শুশ্রূষাম্**—সশ্রদ্ধ সেবা; **সু-অর্চিতাঃ**—সুসজ্জিতভাবে; **কুর্বতীঃ**—অনুষ্ঠান সহকারে; **বিভুঃ**—পরম শক্তিমান ভগবান।

অনুবাদ

এইভাবে যখন দেবতারা পরমেশ্বর ভগবানের স্তুতিবাদে নিয়োজিত ছিলেন, তখন অকস্মাৎ সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান তাঁদের চোখের সামনে বহু নারীর সৃষ্টি প্রকাশ করলেন, যাঁরা সুসজ্জিত, সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি ও অলঙ্কারে শোভিত হয়ে, সকলে শ্রীভগবানের সেবায় পরম বিশ্বস্তভাবে নিয়োজিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীনরনারায়ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শনের মাধ্যমে দেবতাগণের মিথ্যা মর্যাদাবোধের অভিমান থেকে মুক্ত করেছিলেন। যদিও দেবতারা তাঁদের নিজ নিজ রূপ এবং নারীসঙ্গের সৌন্দর্যের ফলে গর্ববোধ করছিলেন, তা সত্ত্বেও শ্রীভগবান দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইতিপূর্বেই তিনি অগণিত অপরূপা নারীদের দ্বারা যথাযথভাবে সেবিত হয়েছেন, যে সব নারীরা প্রত্যেকেই দেবতাদের কল্পিত যে কোনও নারীসঙ্গিনীদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি সুন্দরী। শ্রীভগবান তাঁর নিজ মায়াশক্তির মাধ্যমে ঐ ধরনের অতুলনীয় চিত্তাকর্ষক নারীদের অভিপ্রকাশ করলেন।

শ্লোক ১৩

তে দেবানুচরা দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ঃ শ্রীরিব রূপিণীঃ ।
গন্ধেন মুমুহুস্তাসাং রূপৌদার্যহতশ্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

তে—তাঁরা; দেব-অনুচরাঃ—দেবতাদের অনুচরবৃন্দ; দৃষ্ট্বা—দেখে; স্ত্রিয়ঃ—সেই স্ত্রীলোকদের; শ্রীঃ—শ্রীলক্ষ্মীদেবী; ইব—যেন; রূপিণীঃ—রূপে; গন্ধেন—সুগন্ধের দ্বারা; মুমুহুঃ—তাঁরা বিভ্রান্ত হলেন; তাসাম্—নারীদের; রূপ—সৌন্দর্য; ঔদার্য—প্রাচুর্যে; হত—বিনষ্ট; শ্রিয়ঃ—তাদের সম্পদ।

অনুবাদ

দেবতার অনুচরবৃন্দ যখন শ্রীনরনারায়ণ ঋষির সৃষ্ট নারীদের অপরূপ সৌন্দর্যে এবং তাদের শরীরের সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে পুলকে রোমাঞ্চিত হলেন, তখন তাঁদের মন বিচলিত হয়ে উঠল। অবশ্যই, ঐ সকল রূপসী নারীদের দর্শন করে দেবতাদের অনুচরবৃন্দ তাঁদের রূপের মহিমায় একেবারেই হতসৌন্দর্য হয়ে পড়লেন।

শ্লোক ১৪

তানাহ দেবদেবেশঃ প্রণতান্ প্রহসন্নিব ।
আসামেকতমাং বৃঙ্ধ্বং সবর্ণাং স্বর্গভূষণাম্ ॥ ১৪ ॥

তান্—তাঁদের প্রতি; আহ—বললেন; দেব-দেব-ঈশঃ—সকল দেবগণের পরমেশ্বর; প্রণতান্—তাঁর প্রতি যাঁরা প্রণত হয়েছিলেন; প্রহসন্ ইব—সহাস্যে; আসাম্—এই নারীদের; একতমাম্—এক; বৃঙ্ধ্বম্—অনুগ্রহ করে নির্বাচন করুন; স-বর্ণাম্—উপযুক্ত; স্বর্গ—স্বর্গ; ভূষণাম্—অলঙ্কার

অনুবাদ

তখন সকল দেবতাবর্গের পরমেশ্বর শ্রীভগবান ঈষৎ হাসলেন এবং তাঁর সামনে প্রণত স্বর্গের প্রতিনিধিদের বললেন, আপনাদের মনোমত একজন নারীকে আপনারা এই সকল নারীদের মধ্যে থেকে অনুগ্রহ করে নির্বাচন করে নিন। তিনি স্বর্গরাজ্যের ভূষণ হয়ে থাকবেন।

তাৎপর্য

দেবতাদের পরাজিত হতে দেখে শ্রীনরনারায়ণ ঋষি মৃদু হাসছিলেন। অবশ্য, যথেষ্ট গাম্ভীর্য সহকারে, তিনি হাস্য সংবরণ করেছিলেন। যদিও দেবতারা হয়ত চিন্তা করে থাকতে পারেন, "এই সকল নারীদের তুলনায় আমরা তো নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর নির্বোধ মাত্র," তাই শ্রীভগবান তাঁদের উৎসাহ দিয়ে তাঁদের নিজেদের স্বভাব-চরিত্রের উপযোগী বিবেচনা করে যে কোনও একজন নারীকে পছন্দমতো বেছে নিতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ঐভাবে মনোনীত সুন্দরী নারী স্বর্গের ভূষণ হয়ে থাকবেন।

শ্লোক ১৫

ওমিত্যাদেশমাদায় নত্বা তং সুরবন্দিনঃ ।
উর্বশীমপ্সরঃশ্রেষ্ঠাং পুরস্কৃত্য দিবং যযুঃ ॥ ১৫ ॥

ওম্ ইতি—সম্মতি জ্ঞাপনার্থে ওঁ উচ্চারণ; আদেশম্—তাঁর আদেশ; আদায়—গ্রহণ করে; নত্বা—প্রণতি জানিয়ে; তম্—তাঁকে; সুর—দেবতাদের; বন্দিনঃ—সেই সেবকগণ; উর্বশীম্—উর্বশী; অপ্সরঃ-শ্রেষ্ঠাম্—অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; পুরঃ-কৃত্য—(শ্রদ্ধা সহকারে) সামনে রেখে; দিবম্—স্বর্গে; যযুঃ—তাঁরা ফিরে গেলেন।

অনুবাদ

পুণ্য শব্দ ওঁ উচ্চারণ করে, দেবতাদরে অনুচরবৃন্দ অপ্সরাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উর্বশীকে মনোনীত করলেন। শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে তাঁদের সামনে রেখে, তাঁরা স্বর্গধামে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ১৬

ইন্দ্রায়ানম্য সদসি শৃণ্বতাং ত্রিদিবৌকসাম্ ।
ঊচুর্নারায়ণবলং শক্রস্তত্রাস বিস্মিতঃ ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রায়—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **আনম্য**—প্রণত হয়ে; **সদসি**—তাঁর সভায়; **শৃণ্বতাম্**—যখন তাঁরা শুনছিলেন; **ত্রিদিব**—ত্রিভুবন; **ওকসাম্**—যাদের বসবাসগৃহ; **ঊচুঃ**—তাঁরা বললেন; **নারায়ণ-বলম্**—ভগবান শ্রীনারায়ণের শক্তি; **শক্রঃ**—ইন্দ্র; **তত্র**—তাতে; **আস**—হলেন; **বিস্মিতঃ**—আশ্চর্য।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় দেবতাদের অনুচরবৃন্দ পৌঁছলেন, এবং তখন, সেখানে সমবেত ত্রিভুবনের সকলের সামনে শুনিয়ে, তাঁরা ইন্দ্রকে শ্রীনারায়ণের পরম শক্তির পরিচয় ব্যাখ্যা করে শোনালেন। যখন ইন্দ্র এইভাবে শ্রীনরনারায়ণ ঋষির বিষয়ে অবগত হলেন এবং তাঁর বিরক্তির কথা শুনলেন, তখন তিনি বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ১৭

হংসস্বরূপ্যবদদচ্যুত আত্মযোগং
দত্তঃ কুমার ঋষভো ভগবান্ পিতা নঃ ।
বিষ্ণুঃ শিবায় জগতাং কলয়াবতীর্ণঃ
তেনাহৃতা মধুভিদা শ্রুতয়ো হয়াস্যে ॥ ১৭ ॥

হংস-স্বরূপী—তাঁর নিত্যরূপ হংসাবতার ধারণ করে; **অবদৎ**—তিনি বললেন; **অচ্যুতঃ**—অক্ষয় নিত্যশ্বাশত পরমেশ্বর ভগবান; **আত্মযোগম্**—আত্ম উপলব্ধি; **দত্তঃ**—দত্তাত্রেয়; **কুমারঃ**—সনকাদি কুমার ভ্রাতাগণ; **ঋষভঃ**—শ্রীঋষভদেব; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **পিতা**—পিতা; **নঃ**—আমাদের; **বিষ্ণুঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **শিবায়**—মঙ্গলার্থে; **জগতাম্**—সকল বিশ্বের জন্য; **কলয়া**—তাঁর স্বরূপ অবতারত্বের মাধ্যমে; **অবতীর্ণঃ**—এই জগতে অবতরণ করে; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **আহৃতাঃ**—পাতাললোক থেকে প্রত্যাবৃত; **মধুভিদা**—মধুদৈত্যের হননকারীর দ্বারা; **শ্রুতয়ঃ**—বেদশাস্ত্রাদির মূল গ্রন্থাবলী; **হয়-আস্যে**—অশ্বমুখাকৃতি অবতারত্বে।

অনুবাদ

অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এই পৃথিবীতে তাঁর বিবিধ অংশাবতার, যথা—শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীদত্তাত্রেয়, চতুষ্কুমার এবং আমাদের নিজ পিতা মহাশক্তিমান

শ্রীঋষভদেব রূপে। এই সকল অবতারসমূহের মাধ্যমে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণার্থে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁর শ্রীহয়গ্রীব অবতাররূপে তিনি মধুদানবকে বধ করেন এবং নরকালয় পাতাললোক থেকে বেদগ্রন্থাবলী উদ্ধার করে আনেন।

তাৎপর্য

স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু শ্রীহরি স্বয়ং একদা কুমার নামে এক তরুণ ব্রহ্মচারীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সনৎকুমারকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করেন।

শ্লোক ১৮

গুপ্তোঽপ্যয়ে মনুরিলৌষধয়শ্চ মাৎস্যে
ক্রৌড়ে হতো দিতিজ উদ্ধরতাম্ভসঃ ক্ষমাম্ ।
কৌর্মে ধৃতোঽদ্রিরমৃতোন্মথনে স্বপৃষ্ঠে
গ্রাহাৎ প্রপন্নমিভরাজমমুঞ্চদার্তম্ ॥ ১৮ ॥

গুপ্তঃ—সুরক্ষিত হয়েছিল; **অপ্যয়ে**—প্রলয়কালে; **মনুঃ**—বৈবস্বত মনু; **ইলা**—পৃথিবী গ্রহ; **ওষধয়ঃ**—ঔষধাদি; **চ**—এবং; **মাৎস্যে**—মৎস্যাবতাররূপে তিনি; **ক্রৌড়ে**—তাঁর বরাহ-অবতার রূপে; **হতঃ**—নিহত হয়; **দিতি-জঃ**—দিতির দানব শিশু হিরণ্যাক্ষ; **উদ্ধরতাঃ**—যিনি উদ্ধার করছিলেন; **অম্ভসঃ**—জলরাশি থেকে; **ক্ষমাম্**—পৃথিবী; **কৌর্মে**—কূর্মরূপে; **ধৃতঃ**—ধারণ করে; **অদ্রিঃ**—পর্বত (মন্দার); **অমৃত-উন্মথনে**—যখন অমৃত মন্থন করা হয়েছিল (দেবতা ও দানবগণ মিলে); **স্বপৃষ্ঠে**—তাঁর নিজের পৃষ্ঠদেশে; **গ্রাহাৎ**—কুমিরের গ্রাস থেকে; **প্রপন্নম্**—আত্মসমর্পণ করে; **ইভ-রাজম্**—হস্তিরাজ; **অমুঞ্চৎ**—তিনি মুক্ত করেন; **আর্তম্**—কষ্ট থেকে।

অনুবাদ

শ্রীভগবান তাঁর মৎস্য-অবতাররূপে সত্যব্রত মনু, পৃথিবী গ্রহ এবং তাঁর যাবতীয় ঔষধি সামগ্রী রক্ষা করেছিলেন। মহাপ্রলয়ের জলরাশি থেকে তিনি ঐসব রক্ষা করেন। বরাহ অবতাররূপে শ্রীভগবান, দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষকে বধ করে প্রলয় সমুদ্র থেকে পৃথিবী উদ্ধার করেন। আর কূর্ম অবতাররূপে তিনি মন্দার পর্বতটিকে তাঁর পৃষ্ঠদেশে ধারণ করেছিলেন যাতে সমুদ্র মন্থন করে অমৃত উত্তোলন করা যায়। হস্তিরাজ গজেন্দ্র যখন কুমিরের গ্রাসে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল, তখন শ্রীভগবান তাকে রক্ষা করেন।

শ্লোক ১৯

সংস্তুন্বতো নিপতিতান্ শ্রমণানৃষীংশ্চ
শক্রং চ বৃত্রবধতস্তমসি প্রবিষ্টম্ ।
দেবস্ত্রিয়োঽসুরগৃহে পিহিতা অনাথা
জঘ্নেঽসুরেন্দ্রমভয়ায় সতাং নৃসিংহে ॥ ১৯ ॥

সংস্তুন্বতঃ—যাঁরা প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন; **নিপতিতান্**—পতিত হয়ে (গোষ্পদের জলের মধ্যে); **শ্রমণান্**—সাধুগণ; **ঋষীন্**—বালখিল্য ঋষিগণ; **চ**—এবং; **শক্রম্**—ইন্দ্র; **চ**—এবং; **বৃত্র-বধতঃ**—বৃত্রাসুরকে বধ করে; **তমসি**—তমসার মধ্যে; **প্রবিষ্টম্**—আবৃত হয়ে; **দেবস্ত্রিয়ঃ**—দেবপত্নীগণ; **অসুরগৃহে**—অসুরদের প্রাসাদের মধ্যে; **পিহিতাঃ**—বন্দিনী হয়ে; **অনাথাঃ**—অসহায়; **জঘ্নে**—তিনি বধ করেন; **অসুর-ইন্দ্রম্**—অসুর-রাজ হিরণ্যাক্ষ; **অভয়ায়**—অভয় প্রদানের জন্য; **সতাম্**—ঋষিতুল্য ভক্তগণকে; **নৃসিংহে**—শ্রীনৃসিংহ অবতাররূপে।

অনুবাদ

যখন বালখিল্য নামে অতি ক্ষুদ্রাকৃতি বামন ঋষিবর্গ গোক্ষুরের গর্তের জলে পড়ে গেলে ইন্দ্র পরিহাস করছিলেন, তখনও শ্রীভগবান তাঁদের উদ্ধার করেছিলেন। তারপরে ইন্দ্র যখন বৃত্রাসুরকে বধ করে পাপের ফলে তমসার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, তখনও শ্রীভগবান তাঁকে রক্ষা করেন। যখন দেবপত্নীগণ নিরাশ্রিতারূপে অসুরদের প্রাসাদে বন্দিনী হয়েছিলেন। শ্রীভগবানই তখন তাঁদের উদ্ধার করেছিলেন। শ্রীনৃসিংহ অবতারের মাধ্যমে শ্রীভগবান দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করে সাধুভক্তবৃন্দকে ভয় থেকে মুক্ত করেন।

শ্লোক ২০

দেবাসুরে যুধি চ দৈত্যপতীন্ সুরার্থে
হত্বান্তরেষু ভুবনান্যদধাৎ কলাভিঃ ।
ভূত্বাথ বামন ইমামহরদ্ বলেঃ ক্ষমাং
যাচ্ঞাচ্ছলেন সমদাদদিতেঃ সুতেভ্যঃ ॥ ২০ ॥

দেব-অসুরে—দেবতা এবং অসুরদের; **যুধি**—যুদ্ধে, **চ**—এবং; **দৈত্যপতীন্**—দৈত্যদের নেতাদের; **সুর-অর্থে**—দেবতাদের হিতার্থে; **হত্বা**—হত্যা করে; **অন্তরেষু**—প্রত্যেক মনুর রাজত্বকালে; **ভুবনানি**—সকল ভুবনের; **অদধাৎ**—রক্ষা করে; **কলাভিঃ**—তাঁর বিবিধ আবির্ভাবের মাধ্যমে; **ভূত্বা**—হয়ে; **অথ**—আরও; **বামনঃ**—ক্ষুদ্রাকৃতি

বামনরূপে বালকরূপী অবতারত্ব; **ইমাম্**—এই; **অহরৎ**—নিয়েছিলেন; **বলেঃ**—বলি মহারাজের কাছ থেকে; **ক্ষমাম্**—পৃথিবী; **যাচ্ঞা-ছলেন**—ভিক্ষা প্রার্থনার ছলনায়; **সমদাৎ**—প্রদান করেন; **অদিতেঃ**—অদিতির; **সুতেভ্যঃ**—দেবতাদের পুত্রদের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর শ্রীভগবান অসুরদের নেতাগণকে বধ করবার উদ্দেশ্যে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের সুযোগ সর্বদাই গ্রহণ করে থাকেন। এইভাবে শ্রীভগবান প্রত্যেক মনুর রাজত্বকালে তাঁর বিবিধ অবতাররূপের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করে দেবতাদের উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। শ্রীভগবান বামন রূপেও আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বলি মহারাজের কাছে ত্রিপাদ পরিমাণ ভূমি ভিক্ষার ছলনায় পৃথিবী অধিকার করেন। তারপরে শ্রীভগবান সমগ্র পৃথিবী অদিতির পুত্রগণকে সমর্পণ করেন।

শ্লোক ২১

নিঃক্ষত্রিয়ামকৃত গাং চ ত্রিঃসপ্তকৃত্বো
রামস্তু হৈহয়কুলাপ্যয়ভার্গবাগ্নিঃ ।
সোঽব্ধিং ববন্ধ দশবক্ত্রমহন্ সলঙ্কং
সীতাপতির্জয়তি লোকমলঘ্নকীর্তিঃ ॥ ২১ ॥

নিঃক্ষত্রিয়াম্—ক্ষত্রিয় শ্রেণীর মানুষদের নিঃশেষিত করার দ্বারা; **অকৃত**—তিনি সম্পন্ন করেন; **গাম্**—পৃথিবী; **চ**—এবং; **ত্রিঃ-সপ্ত-কৃত্বঃ**—একুশবার; **রামঃ**—শ্রীপরশুরাম; **তু**—অবশ্য; **হৈহয়-কুল**—হৈহয়ের রাজত্বকালে; **অপ্যয়**—ধ্বংস; **ভার্গব**—ভৃগুমুনির বংশধর; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **সঃ**—তিনি; **অব্ধিম্**—সমুদ্র; **ববন্ধ**—শাসনাধীন; **দশবক্ত্রম্**—দশানন রাবণ; **অহন্**—হত; **সলঙ্কম্**—তার লঙ্কা রাজ্যের সকল প্রজাগণসহ; **সীতাপতিঃ**—সীতাদেবীর পতি শ্রীরামচন্দ্র; **জয়তি**—সর্বদা জয়ী; **লোক**—সমগ্র জগৎ; **মল**—পাপ; **ঘ্ন**—নাশ করে; **কীর্তিঃ**—যার কীর্তি নাশ করে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীপরশুরাম অগ্নিস্বরূপ শ্রীভৃগুবংশে আবির্ভূত হয়ে হৈহয় বংশ ভস্মীভূত করেন। এইভাবে শ্রীপরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে সকল ক্ষত্রিয়গণের আধিপত্য থেকে মুক্ত করেছিলেন। সেই ভগবানই শ্রীরামচন্দ্ররূপে সীতাদেবীর স্বামী হয়ে দশানন রাবণকে শ্রীলঙ্কার সমস্ত সৈন্যসমেত নিহত করেন। পৃথিবীর কলুষ হরণকারী শ্রীরামচন্দ্রের জয় হোক।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর অভিমত অনুসারে, শ্রীরামচন্দ্র অনেকাংশেই নবযোগেন্দ্রবর্গের সমসাময়িক অবতার। তাই তাঁরা 'জয়তি' শব্দটির দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

শ্লোক ২২

ভূমের্ভরাবতরণায় যদুষ্বজন্মা
জাতঃ করিষ্যতি সুরৈরপি দুষ্করাণি ।
বাদৈর্বিমোহয়তি যজ্ঞকৃতোঽতদর্হান্
শূদ্রান্ কলৌ ক্ষিতিভুজো ন্যহনিষ্যদন্তে ॥ ২২ ॥

ভূমেঃ—পৃথিবীর; **ভর**—বোঝা; **অবতরণায়**—হ্রাস করার জন্য; **যদুষু**—যদুবংশের মধ্যে; **অজন্মা**—জন্মরহিত শ্রীভগবান; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করে; **করিষ্যতি**—তিনি সম্পন্ন করবেন; **সুরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **অপি**—এমনকি; **দুষ্করাণি**—কঠিন দুঃসাধ্য কাজ; **বাদৈঃ**—কষ্টকল্পিত বাদানুবাদ; **বিমোহয়তি**—তিনি বিমোহিত করবেন; **যজ্ঞকৃতঃ**—বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠাতাগণ; **অতৎ-অর্হান্**—সেই অনুষ্ঠানে অনুপযুক্ত; **শূদ্রান্**—শূদ্রশ্রেণীর মানুষ; **কলৌ**—কলিযুগে; **ক্ষিতিভুজঃ**—শাসনকর্তাগণ; **ন্যহনিষ্যৎ**—তিনি নিহত করবেন; **অন্তে**—অবশেষে।

অনুবাদ

পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য, জন্মরহিত শ্রীভগবান যদুবংশে জন্মগ্রহণ করবেন এবং দেবতাদেরও অসাধ্য কীর্তি সাধন করবেন। নানা মতবাদের অবতারণার মাধ্যমে শ্রীভগবান বুদ্ধরূপে তিনি বৈদিক যজ্ঞকর্তাদের অযোগ্যতা প্রমাণ করে তাদের বিমোহিত করবেন। আর কল্কি অবতাররূপে শ্রীভগবান শূদ্রশ্রেণীর শাসকবর্গকে কলিযুগের অবসানে নিহত করবেন।

তাৎপর্য

বোঝা যায় যে, এই শ্লোকটিতে যদুবংশে আবির্ভূত শ্রীভগবানের বর্ণনার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম উভয়েরই অবতরণের উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা উভয়েই একই সঙ্গে যে সব আসুরিক শাসকবর্গ পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করেছিল, তাদের দূরীভূত করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, যাঁরা শূদ্রদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁরা শ্রীবুদ্ধ এবং শ্রীকল্কি অবতার। নিজেদের ইন্দ্রিয় উপভোগের স্বার্থে যারা বৈদিক যজ্ঞাচরণে নিয়োজিত হয়, যথা,

পশু বধের পাপাচরণ করে, তারা সুনিশ্চিতভাবে শূদ্র পদবাচ্য, যারা কলিযুগের রাজনৈতিক নেতাদেরই মতো, যারা রাষ্ট্র পরিচালনার নামে নানা ধরনের কদর্য কাজ করে চলে.

শ্লোক ২৩

এবংবিধানি কর্মাণি জন্মানি চ জগৎপতেঃ ।
ভূরীণি ভূরিযশসো বর্ণিতানি মহাভূজ ॥ ২৩ ॥

এবম্-বিধানি—এই প্রকারে; **কর্মাণি**—ক্রিয়াকর্ম; **জন্মানি**—আবির্ভাব; **চ**—এবং; **জগৎ-পতেঃ**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; **ভূরীণি**—অগণিত; **ভূরিযশসঃ**—বহু গুণান্বিত; **বর্ণিতানি**—বর্ণিত; **মহাভুজ**—হে মহাবলশালী নিমিরাজ।

অনুবাদ

হে মহাবলশালী মহারাজ, যেভাবে আমি বর্ণনা করলাম, সেইভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের অগণিত আবির্ভাব ও লীলা প্রকরণ আছে, যা আমি এখনই বর্ণনা করেছি। বাস্তবিকই, পরমেশ্বর শ্রীভগবানের মহিমা অনন্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'নিমিরাজকে দ্রুমিল শ্রীভগবানের অবতার সমূহের ব্যাখ্যা শোনান' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।